গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৫

প্রকাশনায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ই-মেইলঃ info@modmr.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.modmr.gov.bd

মুদ্রণে সহযোগিতা
কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় মুদ্রিত
ই-মেইলঃ info@cdmp.org.bd,
ওয়েবসাইটঃ www.cdmp.org.bd

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫" পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দুর্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষা সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি বেইজড সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করার কথা নীতিমালাটিতে বলা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ ও ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ এর পাশাপাশি এ নীতিমালাটি বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আশা করছি, দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির জনকের কাঙ্খিত সোনার বাংলা গড়ে তোলায় এ নীতিমালা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া
বীরবিক্রম, এমপি

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসাবে যেমন চিহ্নিত তেমনি দুর্যোগ মোকাবেলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসাবে স্বীকৃত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের এই সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রেগুলেটরী ও লেজিসলেটিভ ফ্রেমওয়ার্কসমূহ যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এরই ধারাবহিকতায় একে একে প্রণীত হয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, পরবর্তীতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা, ২০১৫।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ও প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে।

আমি আশা করছি দুর্যোগ বিষয়ে প্রণীত অন্যান্য বিধানবলীর ন্যায় "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫" সকল ক্ষেত্রে অতি দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং উত্তরোত্তর এর ব্যবহার্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

(মোঃ শাহ্ কামাল)

সুচিপত্র

প্রজ্ঞাপন ০১

অধ্যায় ১

১। ভূমিকা ০২

২। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রেক্ষাপট ০২

৩। বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ০২

৪। দুর্যোগ ঝুঁকির বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ ০২

৫। দুর্যোগ ও বাংলাদেশের সংবিধান ০৫

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আইন ০৫

৭। দুর্যোগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ০৫

৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত ধারণার পরিবর্তন ০৮

অধ্যায় ২

১। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৯

২। মূলনীতি ১০

৩। আপদ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ১৩

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ২৪

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সম্প্রসারণ ২৯

৬। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ ৩১

৭। দুর্যোগ সতর্ক সংকেত ব্যবস্থাপনা ৩২

৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মূলধারাভুক্তকরণ ৩৩

৯। দারিদ্র্য, দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা ৩৮

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক বা সামাজিক বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তকরণ ৩৯

১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গণমাধ্যম ৪২

১২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৪২

অধ্যায় ৩

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৪৪

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৪৫

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা ৪৫

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ৪৫

৫। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ ৪৫

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতি সহযোগিতা ৪৫

৭। বেসরকারি বাণিজ্যিক খাত ৪৭

৮। অর্থায়ন ৪৭

৯। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৪৮

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০৪৯.১৫-৮৬—দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিসহ জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হলো।

মীর্জা আলী আশরাফ
সিনিয়র সহকারী সচিব (দুব্যক-২)।

মূল্য ঃ টাকা ৪০.০০

প্রস্তাবনা

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে আসছে। এসব ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ঝড়, টর্নোডো, নদীভাঙ্গন, উপকূলভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি। এছাড়া সিসমিক জোন অর্থাৎ ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মা প্লেট এর মাঝামাঝি অবস্থানে থাকার কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ নাজুক অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এতে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। দারিদ্র ও ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী এলাকার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন, প্রকৃতিতে মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ, নদী শাসন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা প্রভাব জনিত কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা কয়েকগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘ দিনের অর্জিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি দুর্যোগের কারণে বিলীন হয়ে যেতে পারে। দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিসহ জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরী মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় ০১: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের পটভূমি

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিকর নানা কার্যক্রমের ফলে দেশটি ক্রমান্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট আপদ, যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদী-ভাঙ্গন, শৈত্য প্রবাহ, খরা, অগ্নিকান্ড, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ধস, ভূমিধস, লবনাক্ততা ইত্যাদির কারণে প্রতিনিয়ত কোন না কোন দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়া সিস্‌মিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি ভূমিকম্পের ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৯ ধারার ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (সংশোধিত)-২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘদিনের অর্জিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি দুর্যোগের কারণে বিলীন হয়ে যেতে পারে। একটি মাত্র দুর্যোগ দেশকে কয়েক দশক পিছনে ঠেলে দিতে পারে। তাই দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ এবং দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব।

৩। বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে আসছে। এসব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গন, উপকূল ভাঙ্গন, খরা ইত্যাদি। ইউরিশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মা প্লেটের মাঝামাঝি হওয়ায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। এছাড়াও বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং দারিদ্র ও ঘনবসতির দরুণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি ভয়াবহ। 'ওয়ার্ল্ড রিস্ক রিপোর্ট ২০১১' অনুযায়ী-দুর্যোগের ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১৫তম। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন, প্রকৃতিতে মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ, নদী শাসন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা প্রভাবজনিত কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা কয়েকগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে যেমন জানমালের ক্ষতি হয়েছে তেমন অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেড়ে গেছে যা বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ঝুঁকির বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি মানুষের জীবন ও সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের পথে এক বিশাল অন্তরায়। বিশেষ করে দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অত্যন্ত কষ্টার্জিত উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। দুর্যোগের ফলে কেবল দুর্যোগ কবলিত দেশ বা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন নয়, বরং এর ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিবর্তিত প্রযুক্তি, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ ও ভৌগলিক বিপর্যয়, জলবায়ুর পরিবর্তন, এইচআইভি-এইডস এর প্রকোপ, ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় ও ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ঝুঁকি তীব্রতর করে তুলেছে। পরিবর্তনের এ অব্যাহত ধারা বিশ্ব অর্থনীতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। বিগত দুই দশকে, গড়ে প্রতি বছর বিশ্বে ২০০ মিলিয়ন মানুষ দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে (HFA 2005-2012)। পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতা দুর্যোগের ঝুঁকিকে ত্বরান্বিত করে। বিশ্বে দুর্যোগে সাড়া প্রদান সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম এর গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মহলেও এ কার্যক্রমকে স্বাগত জানানো হচ্ছে যা বিগত কয়েক বছরে দেশসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪.১। হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দুর্যোগ প্রশমনের ওপর ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে, জাপানের কোবে নগরীতে ১৬৮টি দেশের সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি কমাতে অধিকতর সামর্থ ও সক্ষম করার লক্ষ্যে একটি বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে যা 'হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন' নামে পরিচিত। মূলত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। এ কর্ম-কাঠামোতে যে দিকনির্দেশনা আছে তা হলোঃ টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বিভিন্নমুখী আপদ মোকাবেলার কৌশল গ্রহণ করা এবং দুর্যোগের ভয়াবহতা ও প্রাদুর্ভাব বা প্রকোপ হ্রাস করা, জাতীয় রাজনীতির অগ্রাধিকারে দুর্যোগ ঝুঁকিকে স্থান দেওয়া, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, ঝুঁকি মোকাবিলায় দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর জাতীয় সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করা, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে দ্রুত দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা এবং কর্ম-কাঠামোর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে এই বিশ্ব সম্মেলনকে গতিশীল করে তোলা। প্রত্যাশিত ফলাফল এবং কৌশলগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক-এ নিম্নবর্ণিত পাঁচটি অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় নেয়া হয়;

১। বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে জাতীয় ও স্থানীয় অগ্রাধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা;

২। দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত, পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ এবং আগাম সতর্ক বার্তাকে শক্তিশালী করা;

৩। জ্ঞান, উদ্ভাবন ও শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগসহিষ্ণু ও নিরাপদ সংস্কৃতি গড়ে তোলা;

৪। ঝুঁকির অন্তর্নিহিত উপাদান গুলোকে কমিয়ে আনা এবং

৫। সকল স্তরে কার্যকর সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করা।

৪.২। ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC)। এ প্যানেলের ১৯৯০ সালে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, অব্যাহত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা সম্ভব না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে এবং বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের ধরন এবং নদীতে পানি প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ সকল বিপদাপন্ন মানুষের বেঁচে থাকাকে সরাসরি হুমকির সম্মুখীন করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরো ধরিত্রী সম্মেলনে ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই পরবর্তীতে এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। এ কনভেনশনের আওতায় ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর ১টি করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যা 'বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন' নামে পরিচিত। ২০১২ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে ধনী ও উন্নত দেশসমূহকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে আইনগতভাবে বাধ্যকারী কিয়োটো প্রটোকলটির দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি মেয়াদকাল ২০১৩-২০২০ বর্ধিত করা হয়। কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেকসই এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা

প্রদান করে থাকে। দোহা সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টি কনভেনশনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা পরবর্তীতে আক্রান্ত দেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে নিয়ে আসবে বলে ধারণা করা যায়। ইউএনএফসিসিসি'র এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ২০০ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে উদ্বাস্তু হবে। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়।

৪.৩। **সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট**

ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত সদস্য দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত সদস্য দেশসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে ঢাকায় সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এ কাঠামোর কৌশলগত লক্ষসমূহের মধ্যে রয়েছে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পেশাদারিত্ব আনা; দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা বা মূলধারায় নিয়ে আসা; জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড শক্তিশালী করা; ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; সব ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা; জরুরি সাড়াপ্রদান পদ্ধতি জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা।

৪.৪। **মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস**

২০০০ সালের জাতিসংঘের উন্নয়ন সহস্রাব্দ ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো 'বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে' রক্ষা করা। সহস্রাব্দ ঘোষণায় আটটি লক্ষ চিহ্নিত করেছে যা মূলত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এর মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষগুলোকে বিশেষায়িত করে, যেমনঃ অতি দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল করা, সর্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডার সমতাকে উৎসাহিত করা ও নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা, মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, এইচআইভি-এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ করা, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করা।

৪.৫। **সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল**

বিশ্বের উন্নয়নকে টেকসই করতে ও পরিবেশ রক্ষায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে রিও+২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উন্নত ও ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষা ও সবুজ অর্থনীতির অঙ্গীকারসহ একটি নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বা 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG)'। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে বিশ্বকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন পথে এগিয়ে নেয়া, পরিবেশ রক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম একই সঙ্গে ও সমান্তরালভাবে করার লক্ষ্যে এবং একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকারে পৌঁছাতে সম্মেলনে মূলতঃ তিনটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়। খসড়ায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) সঙ্গে জ্বালানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি যুক্ত করে একটি নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ হতে দারিদ্র বিমোচনের জন্য অর্থায়ন বাড়ানো এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও পরিবেশ রক্ষায় নতুন করে অর্থায়ন করার জোর দাবী জানানো হয়।

৫। **দুর্যোগ ও বাংলাদেশের সংবিধান**

দুর্যোগে প্রত্যেক মানুষেরই সমান সুযোগ এবং সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল পর্যায়ে সকল মানুষের সমান অধিকার পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) এ বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে'। অনুচ্ছেদ ১৯(৩) এ বলা হয়েছে 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে'। অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে'। অনুচ্ছেদ ১৫(খ) এ বলা হয়েছে 'নাগরিকদের কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার থাকবে'। অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ) তে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পংগুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বাধ্যক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু দুর্যোগে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পদ হারায়, সেহেতু বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তার জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখে।

৬। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আইন**

জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৬, বন আইন ১৯২৭, প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সহায়ক বিধান সংযুক্ত আছে। বাঁধ ও পয়ঃনিষ্কাশন আইন ১৯৫২ এবং পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনসহ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ রোধে সহায়ক। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড ১৯৯৩, ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ ২০১০, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০১১ ইত্যাদি আইন ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ঝুঁকিগ্রাস ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত পর্যায়ে রাখতে যথেষ্ট সহায়ক। শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত পর্যায়ে রাখতে সিভিল ডিফেন্স এ্যাক্ট ১৯৫২, ফায়ার সার্ভিস রুলস ১৯৬১, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং কারখানা আইন ১৯৬৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধানের সঠিক ও পূর্ণ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সুগম করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও সাধারণ জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭। **দুর্যোগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা**

দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কেননা সরকার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া প্রদান ও জরুরি মানবিক সহায়তায় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সেবা নিশ্চিতের জন্য তহবিল প্রায় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, যেখানে দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার প্রস্তুতিও অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূলধারা হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করছে যাতে করে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসের মাধ্যমে ত্রাণ নির্ভর কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গুরুত্ব পায়।

৭.১ । **প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১**

২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১-তে মোট দশটি উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্যতম হলঃ পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা এবং পরিবেশ দূষণ করে এমন সকল বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এতে আরও বলা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে একটি সমন্বিত দুর্যোগ প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এ জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি প্রশমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা বায়ু ও শিল্প দূষণ প্রতিরোধ, বনভূমি ও জলাধার সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নদী ভাঙ্গন রোধে নানাবিধ প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

৭.২। **৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫**

বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে একযোগে কাজ করে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে সকল প্রকার দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিহ্রাসমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জনশিক্ষা ও জনপ্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক কাঠামো (Regulatory Framework) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব আনয়ন, দুর্যোগের আগে, দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ এবং মাইক্রোজোনেশন ম্যাপিং এর মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ করা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের ওপর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করা, আপদ ভিত্তিক সতর্ক সংকেত প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করা এবং রিয়েল টাইম তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, কার্যকর Command and control system প্রতিষ্ঠা করা, বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং খাত ভিত্তিক দুর্যোগ পরবর্তী সমন্বিত পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত।

৭.৩। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, মিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আলোকে ২০১০-২০১৫ সাল মেয়াদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েচে। এ কর্মপরিকল্পনায় তৈরি করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা ছাড়াও নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে খাতওয়ারি পরিকল্পনা গ্রহণের কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, সুনামি সতর্কতা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ফলো-আপ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্বাসন তহবিল, স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস তহবিল এবং খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ ব্যবস্থাপনাসহ দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল এ পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৪। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান ২০০৯

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু পরবর্তনজনিত বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে স্বীকৃত। জলবায়ু পরিবর্তনের উর্দ্ধহার এবং এর প্রভাবে বিপদাপন্নতা আরও অনেকাংশে বেড়ে যাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্য প্রবাহ এবং খরার মতো আপদগুলো নানা মাত্রা নিয়ে এ দেশে আঘাত হানতে পারে্ ফলত: গত দশকগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের মতো পদক্ষেপগুলো হুমকির মুখে পড়বে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০০৮ সালে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯' প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় মোট ছয়টি বিষয়কে স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যেমন: খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব থেকে রক্ষা করা, ক্রমবর্ধমান ও বার বার সংগঠিত হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি জোর দেওয়া, উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবকাঠামো, যেমনঃ ঘূণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ ও প্রশমন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত ধারণার পরিবর্তন

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের ব্যাপক বন্যা এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সনাতনী ধারণার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক ধারণার প্রয়োগ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ সার্বিক ধারণার মধ্যে রয়েছে: আপদ ও ঝুঁকি সনাক্তকরণ, জনগণের প্রস্তুতি এবং সার্বিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা। পূর্বের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ধারণার পরিবর্তে জনগণের অংশগ্রহণে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামোগত রূপরেখা প্রণীত হয়। সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এই কাঠামোর কেন্দ্র মূলে রয়েছে ঝুঁকি কবলিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মোকাবেলার সামর্থ বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির মধ্যে তাদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কৌশলের পরিবর্তে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পেশাদারিত্ব আনয়ন করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিগুলোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতায়ন করা, প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডগুলোর পরিসর বৃদ্ধি করা, জরুরি ভিত্তিতে দুর্যোগ পূর্বাভাস পদ্ধতি শক্তিশালী করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা।

অধ্যায় ২: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বিবরণ

১। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট আপদসমূহের ক্ষেত্রে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের ঝুঁকি, মানবিক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং বড় মাপের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুত রাখা।

উদ্দেশ্য:

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- জ্ঞান, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস ও সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল উদ্ভাবন এবং এর প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা;
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় একীভূত করা;
- জনগণের জীবন ও জীবিকায় নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জনগণের বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বল্পব্যয়ী অথচ টেকসই পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা;
- আধুনিক ও কার্যকর দুর্যোগ সতর্ক সংকেত উদ্ভাবন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারের কৌশল উদ্ভাবনে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে এর ক্ষমতায়ন ও সাড়াদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দক্ষ ও দ্রুত সাড়াদান কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা;

- সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তোলা এবং সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা;
- দুর্যোগ সাড়াদানকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাতে বছরে অন্ততঃ একবার যৌথ মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করা; এবং
- দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়ন করা।

২। মূলনীতি (Principle)

২.১। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্বের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ধারণার পরিবর্তে গনগণের অংশগ্রহণে আপদ ও ঝুঁকি সনাক্তকরণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং কার্যকর সাড়াদানের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। সব ধরণের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাকে মানবিক ও সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামোগত রূপরেখা প্রণয়ন করা যার কেন্দ্রমূলে থাকবে ঝুঁকি কবলিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মোকাবেলার সামর্থ বৃদ্ধি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানামুখী সংস্কারের মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কৌশলের পরিবর্তে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব আনয়ন;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি সাড়াদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ, র‌্যাব, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আনসার ও ভিডিপিসহ অন্যান্য সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সংস্থার পৃথক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার, এবং পুনর্বাসনকে প্রেক্ষিত বিবেচনায় সমগুরুত্ব প্রদান করা। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত পুনরুদ্ধার (Early Recovery) কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নগর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা;
- অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদাপন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং প্রতিবেশ বিপন্ন (Ecologically Fragile) এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নেওয়া এ বিষয়ে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার বিশ্লেষণ একটি নিয়ত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা;

- দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- সামাজিত নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা হ্রাস করা ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি জোরদার করা;
- ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ এবং মাইক্রোজোনেশন ম্যাপিং এর মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- আপদভিত্তিক সতর্ক সংকেত প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করা এবং রিয়েল টাইম তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা;
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, কার্যকর Incident Management System (IMS) প্রতিষ্ঠা করা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে প্রাধান্য দেয়া;
- খাতভিত্তিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা;
- খাত ভিত্তিক দুর্যোগ পরবর্তী সমন্বিত পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ বাস্তবায়ন করা; এবং
- সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

২.২। জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের আশংকা ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিপদাপন্ন মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা।

মূলনীতির আওতায় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলঃ

- দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের বিদ্যমান সক্ষমতাকে বিবেচনা করে তা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেয়া;
- মানুষের বিপদাপন্নতার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ মোকাবেলায় তৃণমুল পর্যায়ে জনসংগঠন তৈরিতে উদ্যোগ নেয়া;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বিপদাপন্ন অংশের সাথে অপেক্ষাকৃত কম বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া;

- নদীভাঙন, সমুদ্রভাঙন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কার্যকর নীতি গ্রহণ করা;
- দুর্যোগ ও দারিদ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান বিধায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা; এবং
- ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমগুলোকে ঝুঁকিহ্রাস কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

২.৩। অভিযোজন কৌশল জোরদারকরণ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দারিদ্র হ্রাসকে সংযুক্ত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং এক্ষেত্রে Ecosystem Approach কে গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;
- জনগোষ্ঠীর নিজস্ব দক্ষতা, স্থানীয় সম্পদ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন করা;
- স্থানীয় কৌশলের সঙ্গে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশলের ইতিবাচক সম্মিলনের মাধ্যমে প্রত্যেক দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য অধিকতর কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন করা;
- ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র, আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর বিজ্ঞান সম্মত মনিটরিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যমান ব্যবস্থার কার্যকরিতা বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগ প্রতিরোধক ফসলের জাত উদ্ভাবন ও চাষ এবং বিকল্প জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন কৌশল জোরদার করা;
- স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলগুলোকে স্থানীয় জনসাধারণের উপযোগিতা ও কার্যকারিতার আলোকে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়ন করা; এবং
- উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিতে স্থানীয় জ্ঞান এবং অভিযোজন কৌশলকে সম্পৃক্ত করা।

২.৪। সফল কর্মসূচির সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার

- বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। এ ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সফল কর্মসূচির সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার এর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সফল কর্মসূচিগুলোকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, এনজিও ও সুশীল সমাজকে সহযোগিতা করতে ও সর্বাধিক সফল কর্মসূচির ব্যবহারের উৎসাহিত করা;
- বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত সর্বাধিক সফল কর্মসূচির বা বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ সংরক্ষণ প্রচার ও প্রসার করা।

৩। আপদ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করে বন্যা, নদী ভাঙন, আকস্মিক বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড লবণাক্ততা, কালবৈশাখী, টর্নেডো, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে আপদ ভিত্তিক পৃথক পৃথক কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩.১। বন্যা ঝুঁকি ব্যস্থাপনা

৩.১.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- বন্যার ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা;
- বন্যা ঝুঁকি প্রশমনের জন্য বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কার্যকর বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- বন্যার সময় জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে বন্যাপূর্ব সময় থেকেই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান জনবলসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর মজুদ গড়ে তোলা এবং তা বিতরণের পূর্বপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- বন্যা ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী ও ব্যবস্থাকে সচল রাখার পরিকল্পনা তৈরি করা।

৩.১.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা;
- বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিহতদের যথাযথ সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং আহদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- রোগ ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকায় ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;

- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী জরুরি অবস্থায় এলাকায় চুরি ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায় হতে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষের অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৩.২। আকস্মিক বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.২.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- আকস্মিক বন্যায় ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা ও জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে আকস্মিক বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা;
- আকস্মিক বন্যার জন্য কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা;
- আকস্মিক বন্যাজনিত পানির দ্রুত নিষ্কাশনের লক্ষ্যে নদী-খাল পুনঃখনন করা ও বেদখল হওয়া খাল পুনরুদ্ধার করা;
- আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- আকস্মিক বন্যা ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা থাকলে তা থেকে বন্যাকালীন সময়ে যাতে রাসায়নিক পদার্থ পানিতে ছড়াতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- আকস্মিক বন্যা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- আকস্মিক বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.২.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- আকস্মিক বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা;
- আকস্মিক বন্যার সময় ও জরুরি পরিস্থিতিতে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদনের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- আকস্মিক বন্যা চলাকালীন ও বন্যা পরবর্তী জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- আকস্মিক বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সমাগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগে সাড়াদানকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাতে বছরে অন্ততঃ একবার যৌথ মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করা।

৩.৩। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়নের মধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসের উপায় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিহ্রাসে বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য গণসচেতনতা তৈরি করা;
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) আওতায় উপকূলীয় এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা;
- উপকূলীয় এলকায় বাঁধ নির্মাণ, সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা, গণদুর্যোগ সচেতনতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা;

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা;
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) আধুনিকায়ন ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা;
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি মহড়া আয়োজন করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ তহবিল গড়ে তোলা এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী ও ব্যবস্থাকে সচল রাখার পরকল্পনা তৈরি করা;
- বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহের বহিঃনোঙ্গর ও জেটিতে নোঙ্গরকৃত জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত বিমানবন্দরসমূহে বিমানের নিরাপত্তা প্রদানে জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া।

৩.৩.২। **জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা**

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং জরুরি ভিত্তিতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- রোগ, ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকায় ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;

- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তাৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছানোর বব্যস্থা করা;
- প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরী পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৩.৪। ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহের জনবল বৃদ্ধি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয়, আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং নগর স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখবে;
- ভূমিকম্পে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ নগরসমূহের ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- নগর স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ১৩ নং ধারার অধীন জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ভূমিকম্পে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ নগরগুলোর কাঠামোগত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করে মডেলিং ও ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করা, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর রেট্রোফিটিং করা অথবা ভেংগে ফেলা এবং জনগণের সুবিধার্থে রেট্রোফিটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে (অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গার্মেন্টস কারখানাসহ সকল ধরনের শিল্প কারখানা ইত্যাদি) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

- ভূমিকম্পপ্রবণ নগরগুলোতে ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং স্বাভাবিক সময়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় কার্যকর সাড়া প্রদানের কাজ নিশ্চিত করা;
- ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা;
- ভূমিকম্প দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হতাহতদের স্থানান্তর, চিৎকিৎসা ও পরিছন্নতা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দক্ষ ও পেশাদার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা;
- ভূমিকম্পে আহতদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল নগরে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মকড্রিলের আয়োজন করা;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক গবেষণা ও কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- নগর কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয় নিশ্চিতকরণ।

৩.৪.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি অপরিহার্য সেবাসমূহ দ্রুত পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা এবং জরুরি তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং জরুরিভিত্তিতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরিভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;

- রোগ, ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকায় ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রেগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা;
- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রেগুলোতে জরুরিভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা;
- ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি অপরিহার্য সেবাসমূহ দ্রুত পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগে সাড়াদানকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাতে বছরে অন্ততঃ একবার যৌথ মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করা।

৩.৫। ভূমিধস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৫.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- ভূমিধসের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের জনবল বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় আধুনিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ভূমিধসের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথাযথ সতর্ক সংকেত উদ্ভাবন ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ভূমিধস ঝুঁকিহ্রাসে পাহাড়ের ঢালে বসবাসের বিপদ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে ঐ এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে সচেতন করা;
- পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও এর রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- পাহাড়ের ঢালে বসবাসকারী হতদরিদ্র পরিবারসমূহকে উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ভূমিধস পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- ভূমিধসজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় পাহাড়ে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রচলিত জ্ঞান ও চর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- ভূমিধস পরবর্তী জুরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে 'ভূমিধস স্বেচ্ছাসেবক' তৈরি করা ও তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ভূমিধস পরবর্তী জুরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.৫.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- টানা বর্ষণের সময়ে পাহাড়ের ঢালে বসবাসরত পরিবারসমূহকে সাময়িকভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ভূমিধস পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা;
- জরুরি ভিত্তিতে ভূমিধসে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরিভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রেগুলোতে জরুরিভিত্তিতে পানীয় জল ও খাবার সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- ভূমিধস পরবর্তী অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণভান্ডার এর নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- ভূমিধস পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

৩.৬। নদী ভাঙন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৬.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নদী ভাঙনপ্রবণ এলাকায় নদী ভাঙন ট্র্যাকিং করা এবং ঝুঁকিহ্রাসে সতর্ক সংকেত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;
- নদী ভাঙন প্রতিরোধে অপরিকল্পিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নির্মাণ কাজ ও অপ্রয়োজনীয় ড্রেজিং ইত্যাদি পরিহার করা;
- আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নদী ভাঙন পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- ভাঙন কবলিত পরিবারসমূহকে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা;
- এনজিওদের মাধ্যমে ভাঙনকবলিত পরিবারসমূহকে সহজে স্থানান্তরযোগ্য বাসস্থান প্রদান ও অনুরূপ বাসস্থান তৈরির প্রশিক্ষণ প্রাদনের ব্যবস্থা করা;
- নদী ভাঙন পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.৬.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- নদী ভাঙনের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রেগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- নদী ভাঙনের ফলে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ও জেটিগুলোকে দ্রুত পরিবর্তন/স্থানান্তর বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি অবস্থায় চুরি ডাকাতি রোধে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- নদী ভাঙনের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভান্ডার এর নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা;
- নদী ভাঙন পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

৩.৭। খরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৭.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- বনায়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতঃ খরাপ্রবণ অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক বনায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জলাধারগুলো সংস্কার করে জনগণকে পানি সংরক্ষণের জন্য উৎসাহিত করা;
- খরা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- ফসলের ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদেরকে যথাসময়ে প্রদান করা;
- খরাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে খরা প্রতিরোধ সক্ষম কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা;
- আকস্মিক খরা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখা;
- খরার ঝুঁকি মোকাবেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রচলিত জ্ঞান ও চর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩.৭.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- খরা পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- খরাজনিত দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য ক্ষরা কবলিত কৃষকদের জন্য জরুরি ত্রাণের ব্যবস্থা করা;
- খরাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জরুরি ভিত্তিতে যাতে কৃষকদের জন্য পানিসেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেজন্যে পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা।

৩.৮। শৈত্যপ্রবাহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৮.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- শৈত্যপ্রবাহ ঝুঁকিহ্রাসে জনগণকে পারিবারিক পর্যায়ে উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শৈত্যপ্রবাহ ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৮.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- শীত কালে আবহাওয়া বার্তার সাথে শৈত্যপ্রবাহের সতর্ক সংকেত সম্প্রচার করা;
- শৈত্যপ্রবাহের জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত পরিমাণে শীতের পোশাক, কম্বল ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- শৈত্যপ্রবাহ পরবতী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.৯। কালবৈশাখী ও বজ্রপাত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.৯.১। **ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা**

- কালবৈশাখী ও বজ্রপাত ঝুঁকিহ্রাসে জনগণকে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা;
- একই সাথে কৃষি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।

৩.৯.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- কালবৈশাখী ও বজ্রপাত পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- কালবৈশাখী ও বজ্রপাত পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- কালবৈশাখী ও বজ্রপাত পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কালবৈশাখী ও বজ্রপাত পরবর্তী সময়ে জরুরিভিত্তিতে ত্রাণের ব্যবস্থা করা।

৩.১০। লবণাক্ততা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.১০.১। **ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা**

- লবণাক্ততা ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেমে জনগণকে এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা;
- কৃষি জমিকে চিংড়ী ঘেরে রূপান্তরের বিরুদ্ধে সরকারি আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা;
- লবণাক্ততা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে লবণাক্ততা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- লবণাক্ততাপ্রবণ অঞ্চলে বিকল্প নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা করা;
- লবণাক্ততা সহনশীল উচ্চ-ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত উদ্ভাবন করা এবং সেগুলোর চাষকে সম্প্রসারণ করা;
- লবণাক্ততা সহনশীল স্থানীয় জাতের গুচ্ছমূলীয় বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা;
- লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.১০.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- লবণাক্ততা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং এর ভিত্তিতে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- লবণাক্ততাজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়া এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৩.১১। জলাবদ্ধতা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.১১.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- জলাবদ্ধতা ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা ও জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা এবং জলাবদ্ধতা হ্রাসে এর কারণ সনাক্ত করে দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- জলাবদ্ধতা ঝুঁকিহ্রাসে আকস্মিক বন্যা সতর্কীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও আধুনিকায়ন করা;
- জলাবদ্ধতাজনিত পানির দ্রুত নিষ্কাশনের লক্ষ্যে নদী-খাল পুনঃখনন, বেদখল হওয়া খাল পুনরুদ্ধার করা;
- জলাবদ্ধতায় ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা ও এর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- জলাবদ্ধতা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৩.১১.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- জলাবদ্ধতা পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- জলাবদ্ধতা পরবতী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ করা।

৩.১২। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.১২.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমানোর নিমিত্ত প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের নীতি অনুসরণ, জলাশয় বা হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন ও সংরক্ষণ, দাহ্য বস্তুর গুণগত মান ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এর সমন্বয়ে অগ্নি দুর্ঘটনা হ্রস করাঃ
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের অগ্নি-নির্বাপণ, উদ্ধার ও আহতদের সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা;
- অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাতে বিল্ডিং কোড এবং অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এর বাস্তবায়ন করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের আপদ হ্রাস কল্পে সঠিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাা;
- দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত মকড্রিলের আয়োজন করা;

- ভূমিকম্পের সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই প্রয়োজনে এলাকা ভিত্তিক গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন ও তেলের লাইন বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে জনসাধারণের মাঝে প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- অগ্নি প্রতিরোধে বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার মানুষকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে জনবল এবং সাজ-সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করা;
- সরকারি ও বেসরকারি সকল ভবন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত নিরাপদ বৈদ্যুতিক ফিটিংস ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- বাড়ি-ঘর, কল-খারখানা, অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা এবং সুষ্ঠুভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রক্ষিণের ব্যবস্থা করা;
- অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য বীমা খাতকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- হাসপাতাল, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্টেডিয়াম ইত্যাদি স্থানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে স্থাপনা করা এবং এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করা;
- অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবন থেকে দ্রুত বের হওয়ার জন্য দিক নির্দেশক চিহ্ন স্থাপনের সুব্যবস্থা করা ও এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা;
- অগ্নিকাণ্ডের পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা ও তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিল্প মালিকদের সহায়তায় শিল্পাঞ্চলে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার Risk Zoning Map তৈরীকরণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- শহর অঞ্চলে বিদ্যমান জলাধারগুলো সংস্কার করে জনগণকে পানি সংরক্ষণে উৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- অগ্নিঝুঁকি বিবেচনায় এনে গার্মেন্টস বহুল এলাকায় ও ঘনবসতি এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলাধার ও সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ সরু রাস্তাসমূহ প্রশস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩.১২.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- অগ্নিকাণ্ড পরবতী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সাড়া প্রদানের জন্য জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং জরুরি ভিত্তিতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- রোগ, ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকায় ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা;
- দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দুর্যোগ কালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডার এর নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৩.১৩। রাসায়নিক ও পারমাণবিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.১৩.১। ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- রাসায়নিক ও পারমাণবিক স্থাপনাসমূহ নির্মাণের পূর্বেই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করা;
- রাসায়নিক ও পারমাণবিক দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- রাসায়নিক ও পারমাণবিক স্থাপনাসমুহের ঝুঁকি কমানোর নিমিত্ত প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের নীতি অনুসরণ, দাহ্য বস্তুর গুণগত মান ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করা;
- রাসায়নিক ও পারমাণবিক বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৩.১৩.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা;
- জরুরি অবস্থায় চুরি, ডাকাতি রোধে ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা;
- প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডার এর নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছানো ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৩.১৪। জীবঘটিত আপদ ব্যবস্থাপনা

৩.১৪.১।ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- পোকামাকড়, পশুপাখি, পরাগ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, উদ্ভিদ ইত্যাদি জীবঘটিত আপদের ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তিগত পর্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ঝুঁকিহ্রাসের নিমিত্ত জীবঘটিত আপদ ব্যবস্থাপনার উপর নির্দেশিকা বা গাইডলাইন প্রণয়ন করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্যগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া;
- জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.১৪.২। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

- উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দ্রুত করণীয় নির্দেশিকা প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে গণমাধ্যমে তথ্য প্রচার করা;
- ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে আপদের উৎস ও সংক্রামিত প্রাণিসম্পদকে নির্দিষ্ট করা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- সংক্রামিত রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তর ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালগুলোতে এ সংক্রান্ত সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে দ্রুত ইউনিট স্থাপন করা;
- দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বিত সাড়াপ্রদান নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৪.১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠান

- সরকারের বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শক্তিশালী করা;
- সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তিশালী করা;
- খাত-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপন্থা নির্ধারণ করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনাপূর্বক একটি কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পাশাপাশি দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বিভিন্ন দুর্যোগে সাড়াদান কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান এবং তা ব্যবহারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা;
- কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা;
- সকল সংস্থার উপযোগী আপদকালীন পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের জন্য অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা সংস্কার করা;
- প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পেশাদারিত্ব আনয়ন করা এবং একটি Incident Management System গড়ে তোলা;
- দ্রুত ও দক্ষ সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোয় সরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সরবরাহ এবং উক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪.২। বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

- বেসরকারি খাত বিশেষ করে কারখানা, গার্মেন্টস ভবন, গুদাম ইত্যাদিতে অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ব্যবসায়ীদের সংগঠন যেমন, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিটিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিজেদের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (CSR) আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.৩। বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

- বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় কর্মীদক্ষতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা;
- সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজেদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে overlapping দূর করা এবং সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করা।

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সম্প্রসারণ

সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। নতুন শিক্ষানীতির সংগে সংগতি রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার বর্তমান পাঠ্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.১। সাধারণ শিক্ষা

- নতুন শিক্ষানীতির সংগে সংগতি রেখে শিক্ষার সকল স্তর ও ধরনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা;
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শাখার পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্প্রসারণ করা;

- সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (স্টাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ) পাঠ্যক্রমে ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস টেকনোলজির বিভিন্ন বিষয় ও গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা;
- সৃজনশীল শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্প্রসারণ করা;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা এবং এর মাধ্যমে স্কুল নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থার কারণে দুর্যোপ্রবণ এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময়ের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না করে বিকল্প উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উপায় উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়ন করা।

৫.২। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

- কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরে কোর্সের সমতা বজায় রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ও সম্প্রসারণ করা;
- ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকিহ্রাস শিক্ষা, বার টেন্ডার, মেসন ইত্যাদির উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;
- বর্তমান দুর্যোগের ধরন ও গণচিকিৎসার ব্যাপ্তি বিবেচনায় রেখে মেডিকেল শিক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চিকিৎসা ও সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ও এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা;
- জরুরি পরিস্থিতিতে বড় আকারের অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক হতাহতের চিকিৎসায় সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাসপাতাল ব্যবস্থাপক ও ডাক্তারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ পুরকৌশল, স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সম্প্রসারণকল্পে ভূমিকম্প ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক নির্মাণ কৌশল বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির সংগে সম্পর্কযুক্ত আপদসমূহের বিষয়ে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও অন্তর্ভুক্ত করা। ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা ও কারিগরি ঝুঁকি সম্পর্কে কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.৩। মাদ্রাসা শিক্ষা

- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা। সকল স্তর ও শাখায় সংগতি বিবেচনায় নিয়ে পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সংযোজন করা;
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীল শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।

৫.৪। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা

- ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা; শিক্ষা উপকরণে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও আপদ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;
- ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।

৫.৫। বেসরকারি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা।

৬। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ

৬.১। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ (Community Risk Assessment)

- সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬.২। নগর ঝুঁকি নিরূপণ (Urban Risk Assessment)

- ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে অবস্থিত নগরের (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর) নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করা;
- নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো যেন তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকে অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করে, সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- অতি সংবেদনশীল সরঞ্জামাদির গুদাম/কারখানা, পারমাণবিক প্রকল্প, গ্যাসক্ষেত্র, সরকারি বিস্ফোরক ডিপো, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, সার কারখানা, খনি ইত্যাদির ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- অপ্রতুল নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে নগর/শহর এলাকায় বন্যা ঝুঁকি নিরূপণ করা।

৭। দুর্যোগ সতর্ক সংকেত ব্যবস্থাপনা

- আপদভিত্তিক এবং এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ সতর্ক সংকেত ব্যবস্থার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে দুর্যোগ সতর্ক সংকেত বোধগম্য ভাষায় পৌঁছে দেওয়া;
- সতর্ক সংকেত এর প্রেক্ষিতে সাড়া দিতে সময়মত ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১। ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত

- ঘূণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তা যুগোপযোগী, বোধগম্য ও সহজভাবে প্রচার করা;
- সমুদ্র বন্দরের জন্য ও নদী বন্দরের জন্য সংকেতসমূহকে পুনর্বিন্যস্ত করে উভয়ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা;
- সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়া বার্তা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া ও বার্তা সম্পর্কে গবেষণা অব্যাহত রাখা।

৭.২। বন্যা সতর্কীকরণ

- বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থায় সঠিক ও যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও টেকসই প্রচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস মডেল উদ্ভাবন করা এবং সময়োপযোগী ও কার্যকর করা এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য ভাষায় বন্যার তথ্য সরবরাহ করা;
- যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা ও মাঠ পর্যায় থেকে নদীর পানি প্রবাহের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্যভাবে প্রচার করা;
- বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থায় প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আগাম তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা;
- জোয়ারের কারণে উপকূলীয় এলাকার (Coastal zone) জন্য জোয়ারজনিত বন্যা পূর্বাভাস (Tidal water level fluctuation forecast) ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং প্রচলন করা;
- উপকূলীয় এলাকার (Coastal zone) জন্য নদ-নদীর পানি লবণাক্তকা পূর্বাভাস ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং প্রচলন করা।

৭.৩। আকস্মিক বন্যা সতর্কীকরণ

আবহাওয়া বিষয়ক তথ্যাদির মাধ্যমে এবং নদ-নদীর পানি প্রবাহের অবস্থা বিশ্লেষণ করে আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৭.৪। নদীভাঙ্গন সতর্কীকরণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (SPARRSO), বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA) এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদির সমন্বয়ে নদী-ভাঙ্গন সতর্ক সংকেত উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করা।

৭.৫। সুনামি সতর্কীকরণ

- সুনামি সিগনাল ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করা;
- সুনামি সতর্ক সংকেত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা;
- সুনামি ঝুঁকি সম্পর্কে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা।

৭.৬। কালবৈশাখী সতর্ক সংকেত

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিদ্যমান কালবৈশাখী সতর্ক সংকেত প্রদান ব্যবস্থাপনার ক্রমাগত উন্নয়ন এবং যথাসময়ে প্রচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৭.৭। ভূমিধস এর সতর্ক সংকেত

বর্ষাকালে বিশেষত চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলে অবিরাম বর্ষণের সময়ে পাহাড়ের ঢালে বসবাসকারী অনেক মানুষ পাহাড় ধসের কারণে মৃত্যুবরণ করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে সতর্ক সংকেত উদ্ভাবন করে অঞ্চলভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭.৮। শৈত্যপ্রবাহের সতর্ক সংকেত

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে প্রচলিত শৈত্যপ্রবাহের সতর্ক সংকেত প্রদান পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নয়ন এবং যথাসময়ে প্রচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৭.৯। খরা ও অনাবৃষ্টি সতর্ক সংকেত

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে প্রচলিত আবহাওয়াজনিত খরা ও অনাবৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান পদ্ধতির ক্রগামত উন্নয়ন এবং যথাসময়ে প্রচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মূলধারাভুক্তকরণ (Mainstreaming)

৮.১। কৃষি

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার-এর উল্লিখিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে করণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে জাতীয় কৃষি নীতিতে উল্লেখ করা ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা;
- কৃষি নীতিতে উল্লিখিত সংকটময় অবস্থা মোকাবেলায় করণীয়সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা;

- কৃষিখাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, খরা, লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবজনিত ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণে কৃষিখাতের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা;
- ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কৃষিখাতে ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত বিপদাপন্নতা সনাক্তকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করা;
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহিষ্ণু নতুন ধরনের বীজ, সার ও যন্ত্রাংশ উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা।

৮.২। **শিক্ষা**

- শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে এনসিটিবি-র সমন্বয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা;
- শিক্ষকদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষা নীতিতে তা উল্লেখ করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে সে ব্যবস্থা করা;
- বয়োবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগে স্কুলে আশ্রয় নিতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য জাতীয় আপদকালীন পরিকল্পনা অনুসারে স্কুলগুলির অবকাঠামো তৈরী করা;
- সকল স্কুল ও বিভিন্ন দপ্তরে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সিমুলেশন অনুশীলন করা;
- বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক কোর্স চালু করা;
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা ও সেটিকে বাস্তবায়নের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮.৩। **স্বাস্থ্য**

- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগের প্রকোপ কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের বিবেচনায় রাখা;

- শহরের জলাবদ্ধতা এবং তা থেকে উদ্ভূত রোগসমূহ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা;
- ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের মহাপরিকল্পনাতে ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, শিল্প উদ্ভূত দূষণ ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের অবকাঠামোগত মূল্যায়ন করার এবং প্রয়োজনমাফিক পুনঃ সংস্কার/পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দুর্যোগে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কিত ব্যাপক গণসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচির কথা বিবেচনায় নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক, স্কুল শিক্ষক, আনসার, ধর্মীয় নেতাদেরকে ওরাল স্যালাইন, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা এবং রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ও কন্টিনজেন্সি প্লান তৈরি করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে করণীয় বিষয়ক নীতিমালা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে মেডিকেল ও প্যারামেডিকেল ব্যক্তিদের লিস্ট তৈরী করা এবং তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা।

৮.৪। পানি

- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং বন্যা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং কার্যকরভাবে চালু রাখার ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মন্ত্রণালয় ও তার অধীনে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা ও সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা;
- বড় বড় নদীগুলোর পানির উচ্চতা পরিবীক্ষণ ও তা সকলকে অবগত করানোর পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা;
- শুকনো মৌসুমের চাহিদা মেটানোর জন্য সকল উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা এবং ভূমির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘাটতি এলাকা চিহ্নিত করা;
- পানির গুনগত মান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারের দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বন্যা এবং খরা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আগাম সতর্কীকরণ ও বন্যা নিরোধ পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান বিষয়টি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.৫। পানীয় জল ও স্যানিটেশন

- দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ সাপেক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিউবওয়েল স্থাপন করা;
- দুর্যোগে টিউবওয়েলের যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হতে পারে, সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা এবং সময়মতো তা মেরামতের ব্যবস্থা রাখা;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডার মজুত রাখা;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসাধারণকে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৮.৬। খাদ্য নিরাপত্তা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রাক, পানি বহনকারী যানবাহন এবং বেসরকারি ট্রাক ও দেশীয় নৌকার মালিকদের একটি তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ধান ও গমের মজুত রাখা। দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য প্রতিবছর এপ্রিল ও মে মাসে কর্মপরিকল্পনা তৈরি বা পর্যালোচনা করে মাঠ পর্যায়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- সরকারি ও বেসরকারি খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যের যথাযথ পরিমাণ মজুদ রাখা ও তা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দুর্যোগ সময়ে দ্রুত ও সঠিকভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ পরবর্তীতে বিশেষ রেশনিং পদ্ধতি চালু করা ও বাজারে উন্মুক্তভাবে সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায্য দামে চাল ও আটা বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কালোবাজারি, মজুদদারী ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা সাপেক্ষে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আগে থেকে খাদ্য চাহিদা নিরূপণ করা;
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহ ও সঠিকভাবে বিতরণের জন্য তথ্যের সমন্বয় করা;
- দুর্যোগ পরবর্তীতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৮.৭। নগর উন্নয়ন

- শহর এলাকাগুলোতে বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড মেনে চলা নিশ্চিত করা;
- ভূমিকম্প প্রতিরোধক বিল্ডিং তৈরি করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- অরক্ষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অবকাঠামো বা বিল্ডিংসমূহের তালিকা ও স্থান নির্ধারণ এবং সেগুলো রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্যোগে উদ্ধার তৎপরতা সহজ করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নে নগর পরিকল্পনায় সুপ্রশস্ত রাস্তাঘাট তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- নগরের হাসপাতাল, ক্লিনিকসমূহের তথ্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তালিকা প্রণয়ন ও দুর্যোগ সহায়তা নিশ্চিত করা;
- সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ডগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়নে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা;
- সরকারি অতি পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন স্থাপনাসমূহ মেরামত করা বা ভেংগে ফেলা এবং এ সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা।

৮.৮। ভূমি ব্যবহার

- নগর ঝুঁকিহ্রাসে সামগ্রিক নগর জীবন সুবিন্যস্ত আঙ্গিকে প্রসার লাভ করার নিমিত্ত সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য্য জমির জোন ম্যাপ প্রণয়ন করা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠা নতুন ভূখণ্ডসমূহে ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য উপকূলীয় বনায়ন করা;
- চরাঞ্চলে বিভিন্ন নদী থেকে নতুন জেগে উঠা চরে নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- জাতীয়ভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৮.৯। মৎস্য

- মৎস্য খাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব এবং দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণজনিত ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে মৎস্য খাতের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করায় উদ্বুদ্ধ করা;
- মৎস্য খাতের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ ও নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা।

৮.১০। প্রাণি সম্পদ

- প্রাণি সম্পদে বিভিন্ন জৈব আপদ (Biological Hazard) যেমন: বার্ড ফ্লু অথবা অন্যান্য Epidemic ইত্যাদির বিরূপ প্রভাবজনিত ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রাণি সম্পদ খাতের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করায় উদ্বুদ্ধ করা;
- ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮.১১। অবকাঠামো

- অবকাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং এর ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;
- এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আপদভিত্তিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- অবকাঠামোগত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮.১২। জরুরি সেবা

- বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং এর ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;
- জরুরি সেবাভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৯। দারিদ্র্য, দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা

- দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা;
- দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধারণা, যেমনঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে একটি সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- দুর্যোগ, ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ডাটাবেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা;
- দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ও জলবায়ু অভিযোজনের বিদ্যমান কর্মকাণ্ডসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক এই কর্মসূচিকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি দুর্যোগ সহনশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা।

৯.১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের কর্মসূচিসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্রতর ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমনঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কর্ম সৃজন প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

৯.২। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম এর আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড, জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্ট ফাণ্ড, অনুদান প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

৯.৩। মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

- দুর্যোগ কবলিত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা, শরণার্থী কর্মসূচি, হাউজিং গ্রান্ট ঢেউটিন, শীত বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এর আওতায় দুর্যোগ কবলিত এলাকার শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- জীবন রক্ষার চাহিদা পূরণের পর পরই মানবিক ত্রাণ তৎপরতা ও দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধারের মধ্যবর্তী ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক বা সামাজিক বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তকরণ

১০.১। দুর্যোগ ও নারী

- সমান অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রচার ও চর্চার মাধ্যমে নারীদের দুর্যোগের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা;
- গ্রাম ও স্থানীয় প্রশাসন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল দুর্যোগ কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাধ্যতামূলকভাবে বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগে নারী ও জেন্ডার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে নারীদের অভিজ্ঞতা, সন্তানের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা ও সরকারি/বেসরকারি সকল দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নারীকে সম্পদ, উৎপাদানশীল কাজ ও উপকরণ এবং দক্ষতা লাভে সাধারণ ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া, নারীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা;
- দুর্যোগকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে রক্ষা ও পুনর্নির্মাণে নারী যে অবদান রাখে তার স্বীকৃতি প্রদান করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল ও সংবেদনশীল সমাজ তৈরি করা;
- দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে কিশোরী, তরুণী সকল নারীর শারীরিক ও যৌন ঝুঁকিহ্রাস নিশ্চিত করা;

- জরুরি অবস্থাতে যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় তা নারীবান্ধব করা ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করার জন্য সকল উপকরণাদি রাখা এবং গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমনঃ কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদিতে বয়স্ক নারী, বিধবা, গর্ভবর্তী মহিলা ও নারীপ্রধান পরিবারকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা।

১০.২। দুর্যোগ ও শিশু

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতি স্তরের কৌশল নির্ধারণে শিশুদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করা;
- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় শিশুদের নিরাপত্তা/সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় শিশু সুরক্ষা ও শিশু শিক্ষার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণসামগ্রী নির্বাচনে শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া;
- দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা এবং তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

১০.৩। দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধী মানুষ

- দুর্যোগ ঝুঁকি পর্যায়ে সকল ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা, প্রকার ও জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য রাখা;
- সকল পর্যায়ে দুর্যোগবিষয়ক কমিটিতে কমপক্ষে ১ (এক) প্রতিবন্ধী ও ১ (এক) জন প্রতিবন্ধী প্রাকটিশনারকে রাখতে হবে, যারা জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্ব করবে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো, যেমনঃ টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন, দুর্যোগ মেলা ইত্যাদির ডিজাইন প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করা।

১০.৪। দুর্যোগ ও প্রবীণ ব্যক্তি

- দুর্যোগে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকতর ও বিশেষ বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনসাধারণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংস্থার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে এলাকার ঝুঁকি পরিমাপ, ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের পন্থা গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান করা;

- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ চাহিদা নিরূপণ জরিপে প্রবীণ ব্যক্তিগণকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করা;
- জুরুরি ত্রাণ সহায়তার পণ্য নির্বাচন ও বিতরণ ব্যবস্থায় প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ চাহিদাসমূহ সচেতনভাবে বিবেচনা করা ও সে অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগউত্তর পুনর্বাসনে প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা ও সহযোগিতা করা;
- দুর্যোগকালে নারী প্রবীণ, প্রতিবন্ধী প্রবীণ ও অতিবয়স্কদের শারীরিক নাজুক অবস্থা, সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনায় এনে তাদের উদ্ধার ও সেবা প্রদানের উপযোগী কৌশল প্রয়োগ করা;
- দুর্যোগউত্তর মুহূর্তে আক্রান্ত এলাকার উন্নয়নে পরিচালিত সামাজিক পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে প্রবীণদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাদেরকে জড়িত করা;
- দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রবীণদের জন্যে সুগম্য, সহজ ব্যবহারযোগ্য এবং অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

১০.৫। দুর্যোগ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

- পরিবেশ সংরক্ষণের আদি ধারক ও বাহক হিসেবে দুর্যোগ মোকাবিলার পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগানো নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের কমিটিতে, দুর্যোগ প্রশমন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সকল মনিটরিং-এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের সুপারিশ গ্রহণ ও তাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা;
- জরুরি ত্রাণ সহায়তায় পণ্য নির্বাচন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ সচেতনভাবে বিবেচনা করা ও সে অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

১০.৬। দলিত সম্প্রদায়

- সমাজ অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রচার ও চর্চার মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায়ের দুর্যোগের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দলিত সম্প্রদায়ের সদস্য পদ নিশ্চিত করা;
- জরুরি ত্রাণ সহায়তা পণ্য নির্বাচন ও বিতরণ ব্যবস্থায় দলিত সম্প্রদায়ের বিশেষ চাহিদাসমূহ সচেতনভাবে বিবেচনা করা ও সে অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগউত্তর পুনর্বাসনে দলিত সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা ও সহযোগিতা করা;

- দুর্যোগ অথবা যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়িত অবকাঠামো যেমন: টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন ইত্যাদিতে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রগুলো দলিত সম্প্রদায়ের জন্যে সুগম্য, সহজ ব্যবহারযোগ্য এবং সম্মানজনক নিশ্চিত করা।

১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গণমাধ্যম

- রেডিও টেলিভিশনে দুর্যোগ সতর্ক বার্তাসমূহ সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করে প্রচার করা;
- রেডিও টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে দুর্যোগ বিষয়ক গণশিক্ষা ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- গণমাধ্যমের মাধ্যমে সাইক্লোন ও বন্যা সতর্কতা ও সংকেতসমূহকে জনগণের মাঝে আরো অধিক পরিচিত ও বোধগম্য করে তোলার ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতি উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমসমূহকে দুর্যোগের উৎসসমূহ ও প্রকৃতি/ধরণ বিশ্লেষণ, জনগণের জন্য তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, আগাম সতর্কীকরণ তথ্যসমূহ জনগণকে অবহিত করা;
- বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে গণমাধ্যমের সকলের কাছে তথ্যের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;
- সময়মত ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান, পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান, নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, কি কি সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হবে তা অবহিত করাসহ সার্বিক প্রস্তুতি পরিকল্পনা জনগণকে মিডিয়ার মাধ্যমে অবহিত করা;
- বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে জীবন টিকিয়ে রাখা ও জীবিকার উপায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য তথ্য প্রচার করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপরে ছোট ফিল্ম বা ভিডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে সবসময় প্রচার করা;
- দুর্যোগের সময় ও পরবর্তীতে তথ্য প্রচার নিশ্চিত করতে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা;
- সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রচারের নিমিত্তে দেশী ও বিদেশী সংবাদ কর্মীদের দুর্গত এলাকায় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১২.১। রিমোট সেন্সিং

- রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার করে দুর্যোগে প্রস্তুতি, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিলক্ষিত দুর্যোগ সম্পর্কে দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য, স্যাটেলাইট ইমেজ, ত্রাণ বিতরণে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য পেতে রিমোট সেন্সিং এর ব্যবহার করা।

১২.২। জিআইএস (GIS)ঃ

- বিভিন্ন প্রকার তথ্যের পরিমাপ, পরিমাণ ও মাত্রা নির্ণয়, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য শুদ্ধিকরণ, মানচিত্র তৈরী, প্রদর্শন ও ব্যবহারের তথ্য পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মডেল তৈরির ক্ষেত্রে জিআইএসের মত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

১২.৩। জিপিএস (GPS)ঃ

- জিপিএস ব্যবহার করে সফল উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক, রাস্তাঘাট, বিল্ডিং, জরুরি সেবার জন্য সম্পদ, দুর্যোগ ত্রাণ বিতরণ স্থানসমূহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও ধারণা লাভ এবং উদ্ধার কার্যক্রমকে সফল করতে জিপিএস ব্যবহার করা।

১২.৪। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সতর্কবার্তা গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য জিও স্টেশনারী স্যাটেলাইট সিস্টেম এবং লো-আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট এর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ক্যাবল নির্ভর ইন্টারনেট ব্যবস্থার পাশাপাশি স্যাটেলাইট নির্ভর ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে VSAT এর মাধ্যমে কমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- GMDSS (Global Maritime Disaster and Safety System) প্রযুক্তি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২.৫। মোবাইল প্রযুক্তি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
- মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচার করা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং মোবাইল যোগাযোগ অবকাঠামোর ঝুঁকিহ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল ল্যান্ড টেলিফোন ও মোবাইল নেটওয়ার্কে ইমার্জেন্সি টোল ফি নম্বর চালুকরণ।

১২.৬। অনলাইন ডাটাবেজ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের Resource সমূহের একটি সমন্বিত Online Database গড়ে তোলার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অধ্যায়-৩: বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি বেসরকারি সকল পর্যায়ে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলধারায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.১। জাতীয় পর্যায়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর কর্তৃক তাদের দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালন করা;
- জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (NDRCG), আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এর কার্যক্রম ও নির্দেশনাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা কমিটি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড এর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফোকাল পয়েন্ট অপারেশন কোর্ডিনেশন গ্রুপ (FPOCG) ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (NDRCG), এনজিও সমন্বয় কমিটি, কমিটি ফর স্পিডি ডিসেমিনেশন অফ ডিজাস্টার রিলেটেড ওয়ার্নিং/ সিগনাল (CSDDWS) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (GSB) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১.২। স্থানীয় পর্যায়

- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

- জেলা, উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ করা এবং এ লক্ষ্যে পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১.৩। তৃণমূল পর্যায়

- তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে ওয়ার্ড এবং গ্রামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সংগঠন, দল ও গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র দল বা সংগঠন (CBO) গুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা এবং এ দলসমূহকে সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা এবং এদেরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধনকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেওয়া;
- এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ গুরুত্ব অনুযায়ী ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি সাড়াদান এর জন্য সশস্ত্র বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড), আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার ও ভিডিপি), ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ইত্যাদির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সাড়াদানে সক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা;
- ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সহায়তায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তোলা।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা পরিচালনার জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং এ বিষয়ে দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনুদান, বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিদ্যমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা।

৫। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

- মূলধারায়ন হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রের ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-১৫), বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশল ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-১৫) বাস্তবায়নের নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
- পর্যায়ক্রমিকভাবে সকল ধরনের জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টির মূলধারায়ন সঠিক তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- অর্থ বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক ফোরাম, যেমন: গ্লোবাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (GPDRR), এশিয়ান ডিজাস্টার রিডাকশন সেন্টার (ADRC), এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপিয়ার্ডনেস সেন্টার (ADPC), ইন্টারন্যাশনাল সার্চ এন্ড রেসকিউ এডভাইজারি গ্রুপ (INSARAG), ইন্ডিয়ান ওশান সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেম (IOTWS), সার্ক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (SDMC), সার্ক এগ্রিমেন্ট অন রেপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার (প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সার্ক চুক্তি), রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-হাজার্ড ওয়ার্নিং সিস্টেম ফর আফ্রিকা এন্ড এশিয়া (রাইমস), এলসিজি ডিইআর (লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ), অসলো গাইডলাইন ইত্যাদির সাথে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা।

৭। বেসরকারি বাণিজ্যিক খাত

- বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, এবং পরিচালনা কার্যক্রমে সামাজিক, ও পরিবেশগত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং দুর্যোগ-পূর্ব আগাম সর্তক বার্তা প্রচার, দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত স্থাপনা ও দক্ষতার ব্যবহার, জরুরি দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তাসহ অন্যান্য বিষয়ে উক্ত খাতসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করতে কর্ম-কাঠামো তৈরী করা;
- বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ করে শস্য বীমা, অগ্নিবীমা, ভূমিকম্প বীমা, ইত্যাদির মত আপদভিত্তিক বীমা কর্মসূচি গ্রহণে বেসরকারি বাণিজ্যিক খাতের সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

৮। অর্থায়ন

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;
- সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং রাজস্ব বাজেটের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন খাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার বরাদ্দসমূহের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি অর্থায়ন করা;
- সরকারের নিজস্ব সম্পদ ছাড়াও সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে দেশী-বিদেশী অনুদান বা সহায়তা গ্রহণ করার নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনে সরাসরি বৈদেশিক ত্রাণ সহায়তা গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা;
- তহবিল গঠন করার স্বার্থে সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান ছাড়াও বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জরুরি সাড়াদান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে প্রদত্ত অর্থ সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভান্ডার ও জেলা ত্রাণ ভান্ডার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- তহবিলসমূহ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিলের আয়, ব্যয় ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা ও বিদ্যমান আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অডিট সম্পন্ন করা।

৯। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- সরকারের প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক তাদের নিজস্ব নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- তৃণমূল পর্যায়ের কমিটি ও সংগঠনগুলো কর্তৃক তাদের নিজস্ব নীতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা;
- নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা পুন:মূল্যায়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের 'বাৎসরিক প্রতিবেদন' এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থানা ও ত্রান মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় মুদ্রিত।